দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 10 JUL 2013
পৃষ্ঠা ... 10 ... কলাম ...

শিক্ষাঙ্গন

কলেজ পর্যায়ে 'ইসলাম শিক্ষা' কি থাকবে না

মো. আলী এরশাদ হোসেন আজাদ

কলেজে প্রায় একুশ বছর 'ইসলাম শিক্ষা' বিষয়ে অধ্যাপনা করছি। বেসরকারি চাকরির গ্লানিকর অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও পেশাটিকে গর্বের মনে করি, শুধু বিষয়টির ইহ-পারলৌকিক মর্যাদার কারণে। কিন্তু গত ১৯ মে ২০১৩ দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বিজ্ঞপ্তি এবং ১৬ জুন ২০১৩ একই পত্রিকায় প্রকাশিত সংশোধনী বিজ্ঞপ্তিতে 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২' অনুসারে ২০১৩-১৪ শিক্ষা বর্ষ হতে প্রযোজ্য উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিষয় কাঠামো দেখে জিজ্ঞাসা ও শঙ্কায় আছি- তবে কি আস্তে আস্তে বিষয়টি পুরো বিলুপ্ত হয়ে যাবে? আমার আরো প্রায় পনের বছর চাকরি আছে। কিন্তু ততদিন কি আমার প্রিয় বিষয়টির ন্যূনতম ছাত্র পাব? নতুন নীতিমালা অনুযায়ী বাংলা, ইংরেজি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এ তিনটি বিষয় সব শাখার জন্য বাধ্যতামূলক। অনুরূপ বিন্যাসের সুবাদে 'ইসলাম শিক্ষা' স্রেফ ঐচ্ছিক বিষয় হয়ে গেছে। এতে আশঙ্কাজনকভাবে বিষয়টিতে ছাত্র সংখ্যা হ্রাস পাবে, ফলে হয়তো আপনা থেকে তা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার জন্য আর নতুন কিছুই করতে হবে না! যা খুবই দুঃখজনক। গেল শিক্ষা বর্ষেও বিষয়টি ৩য় বা ৪র্থ হিসেবে নেয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু নতুন এ বিন্যাস কি নিতান্তই ভুলবশত নাকি ইচ্ছাকৃত? যদি ভুলবশত হয়ে থাকে, তবে তা দ্রুত সংশোধিত হওয়া জরুরি। অভিজ্ঞতায় দেখেছি, আগে সব গ্রুপের সবাই বিষয়টি নিতে পারত, ফলে ১৯৯৮ বা তারো আগে বিষয়টি আবশ্যিকের গুরুত্ব রাখতো। কিন্তু ২০০১ সুযোগ সঙ্কুচিত হতে হতে বর্তমানে প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে। অথচ নৈতিকশিক্ষা প্রসারের জন্য যেখানে বিষয়টি আবশ্যিক হওয়া উচিত ছিল সেখানে এমন বিষয় বিন্যাস প্রত্যাশিত নয়। যদিও আরবি, ইসলাম শিক্ষা ইত্যাদি সমন্বয়ে স্বতন্ত্র 'ইসলাম শিক্ষা শাখা'র কথাও বিজ্ঞপ্তিতে আছে কিন্তু প্রশ্ন হলো, মাদরাসা ছেড়ে কেউ কি কলেজে আসবে আরবি পড়তে? বরং আরবির ভয়েই সাধারণত 'দুর্বল ছাত্র' মাদরাসা ছেড়ে কলেজে আসে। আবার যেখানে ইসলাম শিক্ষার মতো তত্ত্বীয় বিষয়ের চেয়ে সৃজনশীল ও ব্যবহারিক সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীগণ ঝুঁকে, শুধু বেশি নম্বরের আশায় এবং ইসলাম শিক্ষা নিতে চায় না, এরও কারণ শিক্ষা [illegible] সেখানে নতুন নীতির ফলে বিষয়টি আরো নিতে চাইবে না- এটাই স্বাভাবিক, এর সাথে আবেগ-অনুভূতির কোন সম্পর্ক নেই এবং এটাই বাস্তব। অন্যদিকে যে বিষয়গুলো মানবিক শাখার জন্য আবশ্যিক তার প্রায় সবগুলোই [illegible] ঐচ্ছিক হিসেবেও নেয়ার সুযোগ [illegible] পক্ষপাত দুষ্ট তা বলাই বাহুল্য। আবার মানবিক শাখার যারা কম মেধাবী তাদের পক্ষে সহজ বিষয় নিয়ে ভালো ফলাফলের পথও থাকল কি? আর ইসলাম শিক্ষা, কৃষি শিক্ষা, মনোবিজ্ঞান, পরিসংখ্যান, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান ইত্যাদির মতো অসংখ্য জনপ্রিয় বিষয় উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ঐচ্ছিক করার কারণে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে অনাগ্রহ তৈরি হওয়ার পাশাপাশি আবশ্যিক বিষয়গুলোতে ভর্তিযুদ্ধে অসম প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। সাথে ঐচ্ছিক বিষয় নিয়ে পাস করাদের 'অধ্যাপনা'কে পেশা হিসেবে গ্রহণের সুযোগ প্রায় শেষ হয়ে যাবে।

তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে সবিনয় অনুরোধ, উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে 'ইসলাম শিক্ষা' সব গ্রুপের সবাইকে নেয়ার সুযোগ দেয়া হোক অথবা পূর্বের ন্যায় [illegible] 'খ' গুচ্ছ হিসেবে ৩য় বা ৪র্থ বিষয় হিসেবে নেয়ার সুবিধা বহাল রাখা হোক। অথবা [illegible] ভিত্তিতে সব কলেজে আরবি বিষয় খোলার নির্দেশনা জারি করা হোক অথবা 'ইসলাম শিক্ষা শাখা'র আবশ্যিক বিষয়ের তালিকায় ইসলাম শিক্ষা, ইসলামের ইতিহাস ও আরবি, শুধু এ তিনটি বিষয় না রেখে সমাজ বিজ্ঞানের আরো কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হোক। যাতে স্কুল থেকে আসা সাধারণ শিক্ষার্থীরাও ইসলাম শিক্ষা শাখায় পড়তে পারে।

নতুন বিন্যাসের মাধ্যমে 'ইসলাম শিক্ষা' বিষয়টিকে গুরুত্বহীন করা হয়েছে! অথচ নির্বাচনের বছরে এসে এমন সিদ্ধান্ত সরকারের জন্য কোনভাবেই কল্যাণকর হতে পারে না এবং-এর উদ্দেশ্য ভালো না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এমনটি হয়তো [illegible] নামে অশিক্ষা-অপশিক্ষা রোধের জন্য ইসলাম শিক্ষার কোন বিকল্প নেই এবং তা বাধ্যতামূলক হওয়াই জরুরি ও সময়ের দাবি।

● লেখক : অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ, কাপাসিয়া ডিগ্রি কলেজ